بسم الله الرحمن الرحيم

“এসো দ্বীন শিখি” ওয়েব সাইট গঠনের পটভূমি

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ্‌র জন্যে। আমরা তাঁরই প্রসংশা করছি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের অন্তরের কুমন্ত্রনা থেকে এবং আমাদের খারাপ কাজের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে হেদায়ত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার সাধ্য কারো নেই এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়ত করার সাধ্য কারো নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ﷾ ব্যতীত আর কোন সত্যিকার মা‘বূদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রাছুল।

ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷾ ইরশাদ করেছেন:- يأيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون (سورة آل عمران- ١٠٢)

অর্থাৎ:- হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুছলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (ছূরা আ-লে ‘ইমরান-১০২)

আল্লাহ ﷾ আরো ইরশাদ করেছেন:- يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تسآء لون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا.(سورة النساء- ١)

অর্থাৎ:-হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (ছূরা-আন্‌নিছা-১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ﷾ ইরশাদ করেছেন:-

يأيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.(سورة الأحزاب ٧٠–٧١)

অর্থাৎ:–হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তিনি তোমাদের ‘আমল-আচরন সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। কেউ যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাছূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (ছূরা আল আহযাব,৭০-৭১)

নিশ্চয়ই পরম সত্য বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম হেদায়ত হলো রাছুল ﷺ এর প্রদর্শিত হেদায়ত এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয়-বস্তু হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াদী এবং প্রতিটি নব উদ্ভাবিত বিষয়-বস্তুই হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আতই হলো ভ্রষ্টতা, আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার গন্তব্য হলো জাহান্নাম।

প্রিয় মুছলিম ভাই ও বোনেরা! বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপি মুছলমানদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সংখ্যায় আজ আমরা ১ বিলিয়নেরও বেশি, অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রতি পাচঁজনের মধ্যে একজন মুছলমান। কিন্তু এতদসত্বেও জাতি হিসেবে আমরা আজ পৃথিবীতে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিস্পেষিত, চরম দুর্বল ও ক্ষমতাহীন এক জাতি। আমাদের এ করুণ অবস্থা সম্পর্কে বহুপূর্বেই রাছুল ﷺ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন:-

يوشك أن تتداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلي قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله! قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليترعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذقن في قلوبكم الوهن . قالوا وما الوهن يا رسول الله ! قال : حب الدنيا وكراهية الموت.

অর্থাৎ:- খাদ্যপাত্রের উপর যেমন খাদকরা ঝাপিয়ে পড়ে, তেমনি বিভিন্ন জাতি তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। (একথা শুনে) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم বললেন: এটা কি সেদিন আমাদের সংখ্যা সল্পতার কারণে হবে হে আল্লাহ্‌র রাছুল (ﷺ)! রাছুল ﷺ বললেন: না, বরং সে দিন (সে সময়ে) সংখ্যায় তোমরা অনেক বেশি হবে, কিন্তু তোমরা হবে (তোমাদের অবস্থা হবে) স্রোতে ভাসমান ময়লা ফেনার মত। আল্লাহ্ ﷾ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি উঠিয়ে নিবেন। (ইছলামের দুশমনরা তোমাদেরকে আদৌ ভয় পাবে না) এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা নিক্ষেপ করবেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (رضوان الله عليهم أجمعين) বললেন: দুর্বলতা কী, হে আল্লাহর রাছুল (ﷺ)! রাছুল ﷺ বললেন:-(দুর্বলতা হলো) দুন্‌ইয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (ছুনানু আবী দাউদ, হাদীছ নং ৪২৯৭)

সত্যিই আমাদের বর্তমান অবস্থা ও এর কারণ তাই, যা রাছুল ﷺ উপরোক্ত হাদীছে বলে গেছেন। দুন্‌ইয়ার প্রতি আমাদের মোহ-ভালোবাসা, নিকৃষ্ট আশা-আকাঙ্খা ও খারাপ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার প্রতি গভীর আগ্রহ ও ব্যকুলতা আমাদেরকে আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ভালোবাসা, দয়া অনুগ্রহ এবং তাঁর হেফাযত লাভ থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই যতক্ষন পর্যন্ত আমরা আমাদের এই দুর্দশা ও দুরবস্থার কারণগুলো চিহ্নিত করে এর প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত না হতে পারব (যতক্ষণ পর্যন্ত দুনইয়ার মোহ ও ভালোবাসা এবং বর্তমান দূরবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।) ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবর্তনে কিছুই করতে পারব না।

লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও নিস্পেষনের এই করালগ্রাস থেকে মুক্ত হতে হলে অবশ্যই আমাদেকে যথার্থ অর্থে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ দ্বীনের (ইছলামের) প্রতি আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতা। দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার কারণেই দুনইয়ার মোহে আমরা মত্ত হয়ে গেছি। আর দ্বিতীয়তঃ যেটা প্রকৃত পক্ষে দ্বীন নয় তথা রাছুল ﷺ ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীগণের অনুসৃত পথ নয়, সেটাকে আমাদের দ্বীন মনে করে তা অনুশীলন ও অনুসরণের অপচেষ্টা।

সমগ্র বঙ্গ (বাংলাদেশ ও ভারত) এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে ইছলামের আগমন ও প্রসারের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। বিজয়ী অভিযাত্রি থেকে শুরু করে আমাদের বড় বড় 'আলেম-'উলামা, বণিক এবং মুছাফির সুফী-সাধক পর্যন্ত অনেকেরই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ইছলামের প্রচার ও প্রসারে বেশ খানিকটা অবদান রয়েছে।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম, ইছলামের বার্তাবাহকদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, নানারকম দর্শন ও তথাকথিত সভ্যতার সংমিশ্রণ এবং এতদঞ্চলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইছলামের প্রকৃত ইতিহাস ও পরিচয়কে এখানে ঘোলাটে করে ফেলেছে। এমনকি দুঃখজনক বিষয় হলো যে, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ ও সমাজে ইছলাম তার প্রকৃত রূপ হারিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে আমাদের ইছলাম অনুশীলনের পন্থা ও পদ্ধতি এ কথারই বাস্তব প্রমাণ দেয়। কেননা, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে আমাদের সমাজে আমরা ইছলামের অন্তর্ভূক্ত; 'ইবাদত, ও নেক 'আমল বা সৎকর্ম বলে জানি ও অনুশীলন করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ ইছলামের অন্তর্ভূক্ত নয়। রাছূল ﷺ নিজে সেগুলো অনুশীলন করেননি এবং তাঁর উম্মতকেও তা শিক্ষা দেননি। শুধু তাই নয় বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, আমরা রাছুল ﷺ এর নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতির বিপরীত তরীক্বায় ইছলাম অনুশীলন করছি।

আর এ সবের অন্যতম কারণ হলো, ইছলাম সম্পর্কে এবং বিশেষ করে ইছলামের মৌলিক বিষয়াদী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কিংবা সঠিক জ্ঞানের অভাব। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সমাজের একটা বিশেষ অংশ তথা মুষ্টিমেয় কিছু লোক ইছলামের নাম ব্যবহার করে সাধারণ জনগনকে একদিকে যেমন প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট করছে, অপরদিকে তাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কাজে অনায়াসে ব্যবহার করছে। কেননা তারা জানে যে, অচেতন কিংবা অসচেতন রোগীর সাথে যেমনি ইচ্ছে তেমনি ব্যবহার করা যায়।

তাই মানব ও জ্বীন জাতির মধ্যে যারা খান্নাছ প্রকৃতির, তাদের এই ধংসাত্মক থাবা থেকে এবং প্রতারণা, বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার বেড়াজাল থেকে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে মুক্ত করার সুমহান লক্ষ্যেই এই **ওয়েব সাইট** প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ইনশা-আল্লাহ এ সাইটটিতে আপনারা পাবেন দলীল-প্রমাণ সহ ইছলামের আসল পরিচয় এবং ইছলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ প্রামাণ্য তথ্য ও খাঁটি উপাত্ত। এখানে আমরা একদিকে যেমন ক্বোরআনুল কারীম ও হাদীছে রাছুলকে (ﷺ) রাছূল সাল্লাল্হু 'আলাইহি ওয়া ছাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের সত্যিকার অনুসারীরা কি ভাবে বুঝেছেন এবং কি ভাবে অনুশীলন করেছেন, দলীল প্রমাণ সহ তা অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, অপরদিকে ঈমান-আক্বীদা এবং 'আমল বা অনুশীলন সংক্রান্ত যে সব বিষয়ের কোন ভিত্তি দ্বীনে ইছলামে নেই, অথচ দ্বীন তথা ইছলাম ও 'ইবাদত মনে করে আমরা সেগুলো পালন-পোষণ বা চর্চা করছি, এমন সব বিষয়কে বাতিল হিসেবে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি। যাতে আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃত সত্যকে সত্য বলে জেনে-শুনে গ্রহণ করতে পারি এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে জেনে-শুনে পরিত্যাগ ও বর্জন করতে পারি।

আমরা আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে এ ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গিঁকারবদ্ধ যে, এ ওয়েব সাইটটির মাধ্যমে রাছুল ﷺ এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারী ছালাফে সালিহীনের (رحمهم الله أجمعين) অনুসৃত ইছলামের প্রকৃত নমুনা, আদর্শ, জ্ঞান ও শিক্ষা, যা 'উলামায়ে হক্কানিয়্যীন-রাব্বানিয়্যিন'র (সত্যিকার আল্লাহ্ ওয়ালা 'উলামায়ে কেরাম এর) মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত, তা-ই প্রচার ও প্রসারের সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করব। ওয়েব সাইটটি দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যে বাংলা ভাষাভাষীদের দ্বারা বাংলা ভাষায় করা হয়েছে। এটা স্বদেশবাসী এবং বিশেষ করে দেশের মুছলমান ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের দ্বীনি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রতি আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব আনজামের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি যে, এর দ্বারা প্রচলিত কোনরূপ রাজনৈতিক বা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি কিংবা সামাজিক সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন আমাদের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। নিজেদের এবং উম্মতে মুছলিমাহ্‌র হেদায়ত ও পরকালে মুক্তি লাভই আমাদের একমাত্র কাম্য। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনই হলো আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে দ্বীনে ইছলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে ইছলামের উপর অটল ও অবিচল রাখুন। আল্লাহ্‌ ﷻ আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে সত্য হিসাবে জানার ও মেনে চলার এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে জেনে তা পরিত্যাগ ও বর্জন করার তাওফীক্ব দান করুন। তিনি উম্মতে মুছলিমাহ্‌কে সকল প্রকার শির্‌ক, কুফ্‌র, ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা রাখার, এসব থেকে নিরাপদ দূরে থাকার এবং তাঁরই নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ ভাবে একমাত্র তাঁরই (আল্লাহ্‌র) ‘ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন। নিশ্চয় একমাত্র তিনিই (আল্লাহ ﷻ) হেদায়ত ও তাওফীক্ব দানের মালিক।

সালাত ও ছালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম (رضوان الله عليهم أجمعين) এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারীদের উপর।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com